তত্রাস্তীত্যেবং সিদ্ধতি ইতি। সা চোৎপ্রেক্ষা তেন তচ্ছোকৌৎকণ্ঠ্যাবতা কেবল-দর্শনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তৈব। যথা, হন্ত বয়মেব ভদ্বহির্মুখাঃ, যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে। যেভ্য শ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু তদানীং তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শন সৌভাগ্যং প্রাপুরিতি। তস্মান্ন দ্বেষাদৌ কথঞ্চিদপি ভক্তিত্বম্॥ ১১।৫॥ শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্॥ ৩২৪॥

অতএব পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে সকল ভাবমার্গেরই বলবত্তা থাকিলেও রাগানুগাভক্তিতেই অভিধেয়ত্ব। শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীবসুদেব মহাশয়কে ১১।৫।৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে বসুদেব! শিশুপাল শাল্ব, পৌণ্ড্র প্রভৃতি রাজগণ বৈরভাবে যাঁহাকে গতি, বিলাস ও বিলোকনাদির সহিত ধ্যান করিতে করিতে শয়ন, আসন, পর্য্যটন প্রভৃতি অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আকারে আকারিত চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণে যাঁহারা অনুরক্তচিত্ত, তাঁহারা যে অভীষ্টাগতি লাভ করিবে—তাহা বলাই বাহুল্য।" গরুড় পুরাণেও এইপ্রকার উল্লেখ করা আছে—অজ্ঞানী শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি পাপীগণও দেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করিতে করিতে স্মরণ-মাত্র প্রভাবে বিধূত পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল; সেই শ্রীকৃষ্ণে পরম ভক্তিমান জন যে অভীষ্টাগতি লাভ করিবে—সে বিষয়ে সংশয় কোথায়? অতএব "যথা বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদি শ্লোকে বৈরানুবন্ধের সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করা উচিত নহে। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধের তীব্রতায় মানব যে প্রকার তন্ময়তা লাভ করে, অভিযোগে তেমন নহে। এইপ্রকার উক্তির মর্ম্মে নিখিল ভক্তিভাব হইতে বৈরানুবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা সমীচীন নহে। আর ৩।১৬।৩০ শ্লোকে শ্রীভগবান জয়-বিজয়ের প্রতি বলিয়াছিলেন "হে জয় বিজয়! আমার প্রতি বৈরানুবন্ধের আবেশ প্রভাবে ব্রাহ্মণের অপরাধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় আমার নিকটে আসিবে।" এইরূপ সেই বাক্যেও ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদাজনিত অপরাধাভাস ভোগ করাইবার জন্যই বৈরানুবন্ধের আভাস বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ সনকাদি ঋষিগণের অমর্য্যাদা করা জন্য শ্রীজয়-বিজয়ের যে অপরাধ হইয়াছিল, সেটি বস্তুতঃ অপরাধ নহে। যেহেতু শ্রীজয়-বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। তাঁহারা "বিবস্ত্র হইয়া আমার ধামে কেহ প্রবেশ না করে"—এইপ্রকার নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্যই সনকাদি ঋষিগণকে বেত্রের দ্বারা দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব সেটি অপরাধরূপে প্রতিভাসমান হয় বটে, বস্তুতঃ প্রভুর আদেশ রক্ষা করার জন্য তাহা অপরাধাভাস; এবং সেই অপরাধাভাসের ফলভোগের জন্য দ্বেষাভাস বিধান করা হইয়াছে। অর্থাৎ বস্তুতঃ দ্বেষ নয়, দ্বেষের অনুকরণ